যায়যায়দিন

তারিখ ৩০ OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ

যায়যায়দিন রিপোর্ট

দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। মোট ২ হাজার ৬০ জন ছাত্রছাত্রী সাময়িকভাবে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তারা মেধা ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া একই সঙ্গে ওয়েটিং লিস্টে আছে ৪০০ জন (সাধারণ) এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ২০ ও উপজাতীয়দের সংরক্ষিত আসনে আটজন।

এবার ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার ছিল ৮৪.৭৫। সর্বনিম্ন ৫৮.৮০ নাম্বার পেয়েও মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

এবারের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করেছে মেয়েরা। দুই হাজার সাধারণ আসনের মধ্যে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা ১ হাজার ৬ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৯৯৪ জন।

গত শুক্রবার কড়া আইনি বেষ্টনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ২৪ হাজার ৩৫২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পরীক্ষার মাত্র

ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার ৮৪.৭৫, সর্বনিম্ন ৫৮.৮০
ভর্তির শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর
ক্লাস শুরু জানুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে

তিনদিন পর রেজাল্ট প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত এবারের ভর্তি পরীক্ষায় কোনো ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে পরীক্ষা শুরুর আগ থেকেই কোচিং সেন্টারগুলোর সংশ্লিষ্টতায় এ ধরনের গুজব উঠেছিল। পরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর পদক্ষেপে তা-ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তবে গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার ছিল ৯১। এবার পরিবর্তিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা হওয়ার কারণে লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বার কমে এসেছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক প্রফেসর ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ যায়যায়দিনকে বলেন, পরিবর্তিত পদ্ধতিতে প্রতিটি ভুল নাম্বারের জন্য .২৫ নাম্বার কেটে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ চারটি ভুল উত্তরের জন্য পরীক্ষার্থীর মোট নাম্বার থেকে এক নাম্বার কাটা পড়েছে। এ কারণে এবার লিখিত পরীক্ষায় নাম্বার কমে এসেছে। এছাড়া এ পদ্ধতির কারণে পরীক্ষার্থীরা আন্দাজে উত্তর দেয়ার অবকাশ পায়নি। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই সব প্রশ্নের উত্তর করেনি একদম সঠিক উত্তর জানা ছাড়া পৃ ১৫ ›› ক ৭

এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফলে এবার মেডিকেলে সর্বোচ্চ প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তির সুযোগ পেয়েছে বলে তিনি জানান।

পরীক্ষার রেজাল্ট বিশ্লেষণে জানা যায়, ঢাকা মেডিকেলে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর স্টার্টিং স্কোর ছিল ১৮৪.৭৫ এবং লাস্ট স্কোর ছিল ১৭২.৭৫। এখানে ১৭৮টি আসনের মধ্যে ৯১ জন ছাত্র এবং ছাত্রী ৮৭ জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সলিমুল্লাহ মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৭২.৭৫ এবং লাস্ট স্কোর ১৭০.২৫। এখানেও ১৭৮টি আসনের মধ্যে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ছাত্র ৮৬ জন ও ছাত্রী ৯২ জন। বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৭২.২৫ এবং লাস্ট স্কোর ১৬৯। এখানে ১০১টি আসনের মধ্যে ছাত্র ৫২ ও ছাত্রী ৪৯ জন। ময়মনসিংহ মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৭১.৭৫ এবং লাস্ট স্কোর ১৬৭.৫০। এখানে ১৭৮টি আসনের মধ্যে ছাত্র ৯৪ ও ছাত্রী ৮৪ জন। চট্টগ্রাম মেডিকেলের স্টার্টিং স্কোর ১৭৮.৭৫ ও লাস্ট স্কোর ১৬৬.৬০। ১৭৮টি আসনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৭৫ ও ছাত্রী সংখ্যা ১০৫ জন। রাজশাহী মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৭১.৭৫ ও লাস্ট স্কোর ১৬৫.৫০। এখানকার ১৭৮টি আসনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৯৪ ও ছাত্রী সংখ্যা ৮৪। সিলেট মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৭২ ও লাস্ট স্কোর ১৬৪.৭৫। এখানকার ১৭৮টি আসনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৮৮ ও ছাত্রী সংখ্যা ৯০। বরিশাল মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৮.২৭ ও লাস্ট স্কোর ১৬৩.৫২। এখানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া ছাত্র সংখ্যা ৯৩ ও ছাত্রী ৮৫। রংপুর মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৮.৭৫ ও লাস্ট স্কোর ১৬৩.২৫। এখানে ৮৮ জন ছাত্র ও ৯০ জন ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। কুমিল্লা মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৮.২৫ ও লাস্ট স্কোর ১৬২.৭৫ এখানকার ১০৩টি আসনের মধ্যে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ৫১ ও ছাত্রী সংখ্যা ৫২। খুলনা মেডিকেলের স্টার্টিং স্কোর ১৬৭.৫০ ও লাস্ট স্কোর ১৬২.৪৮। ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ৫০ ও ছাত্রী ৫০ জন। বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৭.২৫ ও লাস্ট স্কোর ১৬২.৪৮। ১০৩ আসনের মধ্যে ছাত্র ৪৬ ও ছাত্রী ৫৭। ফরিদপুর মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৭.৫০ ও লাস্ট স্কোর ১৬১.৫০। ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ৫৩ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রী। দিনাজপুর মেডিকেলে স্টার্টিং স্কোর ১৬৩ ও লাস্ট স্কোর ১৫৮.৮০। এখানকার ১০৩টি আসনের মধ্যে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ৭৫ ও ছাত্রী সংখ্যা ২৮ জন।

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির শেষ তারিখ ধরা হয়েছে নভেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা অটো মাইগ্রেশন ছাড়া অন্য কোনো কলেজে বদলি বা মাইগ্রেশনের সুযোগ পাবে না।

ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। ভর্তির পর কোনো শিক্ষার্থী মেডিকেলে পড়তে অনিচ্ছুক হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ক্লাস শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রিন্সিপালের কাছে লিখিতভাবে ভর্তি বাতিলের আবেদন করে মূল সার্টিফিকেট/মার্কশিট ফেরত নিতে পারবেন।

কোনো শিক্ষার্থী তার পরীক্ষার রেজাল্ট পুনঃনিরীক্ষার জন্য পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন, স্বাস্থ্য অধিদফতর, মহাখালী, ঢাকার অনুকূলে ৫০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, এবারে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়নি। পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রেজাল্ট জানতে পেরেছে। এই প্রথমবারের মতো ওয়েবসাইটে রেজাল্ট প্রকাশের উদ্যোগ নিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.dghs.org.bd।

এছাড়া এবারই প্রথম স্বাস্থ্য অধিদফতর ছয়টি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন আকারে রেজাল্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এর আগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন পাঠানো হতো বলে তা প্রকাশে দেরি হতো।

এমবিবিএস পরীক্ষার পূর্ণ রেজাল্ট আজ যায়যায়দিনের পৃষ্ঠা-১১তে ছাপা হয়েছে